গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

নং-পাসম-উঃ-৫/৩প-১/২০০১/৬৯৯

তারিখ ঃ ০৪-১২-২০০২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিগত ২০-১১-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

বিগত ২০-১১-২০০২ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" ষষ্ঠ সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সংযুক্ত।

২। সভার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে অদ্য যেহেতু রাষ্ট্রীয় জরুরী কাজ রয়েছে সেজন্য সভায় বেশীক্ষণ আলোচনা করা সম্ভব হবে না। পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্য একদিন সময় নিয়ে করা যাবে। অতঃপর তিনি মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এল. কে. সিদ্দিকীকে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

৩। **উপস্থাপনঃ**

৩.১ মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এল. কে. সিদ্দিকী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উপস্থিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে সভাকে প্রাথমিক ধারণা দেন। তিনি জানান যে, পানি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ১২টি মন্ত্রণালয় এবং ২৪টি সংস্থা। তিনি উল্লেখ করেন যে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ৫৭টি সীমান্ত নদীর পানি প্রবাহ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা, সমঝোতা কিংবা চুক্তির অবর্তমানে পানির মোট প্রাপ্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা, পানির অভাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য না থাকার কারণে যে সমস্ত তথ্য বিবেচনা করা হয়েছে তা বস্তুতঃ অনেকাংশে অসম্পূর্ণ এবং অনুমান নির্ভর। এ জন্যে অনেক ক্ষেত্রে নলেজ গ্যাপ আছে। পর্যায়ক্রমে আরও তথ্যানুসন্ধান এবং সমীক্ষা চালিয়ে এ সমস্ত নলেজ গ্যাপ পূরণ করে এই নীতি আরো তথ্য নির্ভর করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পরিকল্পনায় শুক্‌নো মৌসুমে উজানে অভিন্ন নদীর পানির একতরফা প্রত্যাহার, বর্ষা মৌসুমে পুনঃপৌনিক বন্যা, পানি দূষণ, পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি, প্রাক বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল, উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি পানি সম্পদ সেক্টরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের চাহিদা সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক ধারণা আছে। এই দুটির সমন্বয় করে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

৩.২ তিনি বলেন যে, পরিকল্পনাটি একটি নির্দেশিকা মাত্র। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এ নির্দেশিকার আলোকে তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরী ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, এজেন্সী, পানি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সুশীল সমাজ ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণ সম্পৃক্ত ছিল। পরিকল্পনাটি দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে করা হয়েছে; ভবিষ্যতে পরিবর্তিত অবস্থায় এটি হালনাগাদ করা হবে।

৩.৩ তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন যে পরিকল্পনাটিকে উচ্চভিলাষী মনে হতে পারে তবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়নে যে ব্যয় করে তা সমন্বিত উপায়ে ব্যয় করলে আমাদের অধিকতর সাফল্য অর্জন সহজ হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে গংগা ব্যারাজ নির্মাণে নিজস্ব মেধা কাজে লাগিয়ে ৭ বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তবে এর ফলে প্রতি বছরে ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বাড়তি ফসল উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ দশ বছরে ব্যারাজ নির্মাণ ব্যয় উঠে আসবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এটি একটি কাঠামোগত পরিকল্পনা যাতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য যে অর্থের প্রস্তাব করা হয়েছে তা শুধু নির্দেশিকা মাত্র। পরিকল্পনাটিতে সরকারী অনুমোদন দেয়ার ফলে উল্লিখিত পরিমাণ বিনিয়োগে সরকারী অর্থায়নের নিশ্চিতকরণকে বোঝাবে না। পানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন সাবসেক্টরের মধ্যে

সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনাটিকে একটি সুষম, সামগ্রিক ও সমন্বিত রূপ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটিকে অনুমোদন দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৯৫ সালের মতই আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। উল্লেখ্য যে, মার্চ ১৯৯৫ সালে বন্যা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি" বিগত ০২-০২-২০০২ তারিখের সভায় এ পরিকল্পনাটিকে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০২" উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান।

৩.৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব PowerPoint এ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির উল্লেখযোগ্য দিক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক ১৯৯৫ সনে অনুমোদিত "বাংলাদেশ ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি" অনুসরণে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০২" প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি দেশের পানি সম্পদ খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যথা - অববাহিকাগত অবস্থান, বন্যা, অকাল বন্যা, শুষ্ক মৌসুমের খরা, বর্ষাকালীন খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির দূষণ, আর্সেনিক, শহরাঞ্চলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা, দেশের জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অব্যাহত বৃদ্ধি, জনপ্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস প্রসঙ্গগুলো উল্লেখ করে এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ যথা - বিবেচ্য ইস্যু, ইস্যুভিত্তিক টপিক পেপার, উন্নয়ন কৌশল, খসড়া পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

৩.৫ তিনি এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ যথা- পানি ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, কষ্ট শেয়ারিং এন্ড কষ্ট রিকভারি, বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, নতুন বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তণ, জবাবদিহিতার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন এবং জানান যে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (১ হতে ৫ বছর), মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (৬ হতে ১০ বছর), দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (১১ হতে ২৫ বছর) - এ তিন পর্যায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করার প্রস্তাব এ পরিকল্পনায় রয়েছে।

৩.৬ তিনি জানান যে, এ পরিকল্পনায় ৮টি গুচ্ছে মোট ৮৪টি কর্মসূচী রয়েছে এবং কর্মসূচীগুলো হচ্ছে ঃ কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা-৮টি, পরিবেশ এবং জলজ সম্পদ-১০টি, প্রধান শহরসমূহ-১৭টি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৬টি, প্রধান নদীসমূহ-১২টি, শহর এবং গ্রাম অঞ্চল-৮টি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন-১০টি, অনুকুল পরিবেশ-১৩টি। তিনি বলেন যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক দেশীয় মেধা, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করে তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং একই ধারাবাহিকতায় এ পরিকল্পনায় গংগা ব্যারাজ নির্মাণের কর্মসূচী রয়েছে। পরিকল্পনার মধ্যে খাল খনন ও ভূমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিকল্পনাটি একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্ল্যান; পরিকল্পনা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সী সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। পরিকল্পনাটি মোট ১২টি মন্ত্রণালয় ও ২৪টি এজেন্সী কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদে প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা, মধ্যমেয়াদে প্রায় ২২,৫০০ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রায় ৬১,৫০০ কোটি টাকা সর্বমোট ৯১,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

৩.৭ সবশেষে তিনি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদয় বিবেচনা ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সরকার নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে - এ মর্মে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

৩.৮ উপস্থাপনা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে চান। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জানান যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সেচ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমগ্র প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কল্পনাতীত উন্নয়ন ঘটেছে। মাননীয় মন্ত্রী একই ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে গংগা ব্যারাজ নির্মাণের কাজ অতি শীঘ্র শুরু করার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে অনুরোধ জানান।

৪। আলোচনাঃ

৪.১ অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার আহবান জানালে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ, মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন খোকা দেশের এবং ঢাকা ও আশেপাশের পানি সম্পদ ও পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনায় ঢাকা শহরের পূর্ব পাশে বালু নদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নদী/খালের পানির মারাত্মক দুষণ এবং হাজারীবাগ এলাকায় চামড়া শিল্পের দুষণ ও ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার চিত্র ফুটে উঠে। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী এ সমস্যা দুরীকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং এ কাজে ওয়ারপোর সংশ্লিষ্টতার অপরিহার্যতা তুলে ধরেন।

৪.২ পরবর্তীতে জনাব এম মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বলেন যে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গঠিত এনডব্লিউএমপি পর্যালোচনা কমিটিতে তিনি একজন সদস্য ছিলেন এবং তাঁর মতামত মন্ত্রণালয় ও ওয়ারপোর নিকট দিয়েছেন। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করেন ঃ

- পরিকল্পনায় দেশের পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও চাহিদা এর পূর্ণ চিত্র নেই; এটির অধিকতর বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।
- পরিকল্পনাটি ৮টি অঞ্চলভিত্তিক করে করা হয়েছে; এটি অঞ্চলভিত্তিকের পরিবর্তে জাতীয় ভিত্তিক করা শ্রেয়।
- পরিকল্পনার পাঁচটি খন্ডের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কিছু বক্তব্য রয়েছে তা বাদ দেয়া প্রয়োজন।
- এ পরিকল্পনার সংগে পিআরএসপি এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার।
- দেশের বিভিন্ন নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার প্রেক্ষিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সূচিত খাল কাটা কর্মসুচী পুন:প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
- রামসার কন্‌সেপ্ট পরিকল্পনায় ভালভাবে আসেনি।
- যেহেতু ভারতের সংগে একমাত্র গংগা নদী ব্যতীত অন্য কোন সীমান্ত নদীর ক্ষেত্রে পানি বন্টন চুক্তি নেই তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা যায় না- ৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।
- যেহেতু বন্যার পানি আমাদের দেশ দিয়ে সাগরে পড়ে এবং বন্যায় আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হই তাই বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কিছু অংশ ভারত আমাদের সংগে ভাগ করতে পারে।
- ১৯৯২ সালে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওয়ারপোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- ওয়ারপো আগামী ৫ বছরের জন্য এ পরিকল্পনা হতে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করবে।
- এ পরিকল্পনায় যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (knowledge gap) রয়েছে ওয়ারপো সেগুলোর উপর সমীক্ষা চালাবে।

- তিনি পরিকল্পনাটি নিম্নোক্ত সংশোধনীর ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়ার প্রস্তাব করেনঃ ছোট একটি কমিটি এ পরিকল্পনা পরীক্ষা করে তাদের মতামত এনডব্লিউআরসি সভায় উপস্থাপন করার এবং এনডব্লিউআরসি তে আলোচনার পর এটি গৃহীত হবে।

৪.৩ সভায় মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. সাইফুর রহমান জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানতে চান ঃ

- প্রস্তাবিত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার তিনটি পর্যায়ে (১ম হতে ৫ম বছর, ৬ষ্ঠ হতে ১০ম বছর এবং ১১শ হতে ২৫শ বছর) মোট ৮৪টি কার্যক্রমকে কিভাবে জাতীয় পরিকল্পনায় (৩ বৎসরের আবর্তক পরিকল্পনা/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) অন্তর্ভুক্ত করা হবে ?

- ২৫ বছরে প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগ ৯২০০০ কোটি টাকার অর্থায়নের সম্ভাব্য উপায় কি ?

- ১৩টি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে এ পরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়নে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কিভাবে সমন্বয় করবে ?

- সাম্প্রতিক সময়ে পানি ও পরিবেশের উপর জোহান্সবার্গসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের আলোচনায় বন্যার ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি বন্যাকে পরিবেশ সহায়ক হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় উক্ত প্রেক্ষিতের প্রতিফলন আছে কি না ?

- প্রস্তাবিত পিআরএসপি এবং ৩ বছরের আবর্তক পরিকল্পনার মধ্যে এ পরিকল্পনাকে কিভাবে সমন্বয় করা হবে ?

- সরকারের Rules of Business এবং Allocation of Business এর প্রেক্ষাপটে এ পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত ১২টি মন্ত্রণালয়ের কাজ কিভাবে সম্পাদিত হবে ?

- বিগত ৩০ বছর ধরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনিয়োগকৃত টাকার উপকার সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

- তিনি পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করার পূর্বে এ তথ্যগুলো জানার দরকার মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.৪ উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভাকে জানান যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ১৮-১১-২০০১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের পানি বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে পরিকল্পনাটি পর্যালোচিত হয়েছে। ঐ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনাব এম মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব এম, মনিরুজ্জামান, প্রাক্তন সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ডঃ এটিএম সামছুল হুদা, প্রাক্তন সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিকল্পনাটি পর্যালোচনান্তে তাদের দেয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এটি সংশোধন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিগত ০২-০২-২০০২ ইং তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় পরিকল্পনাটি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে দেশের পানি সম্পর্কিত সমস্যাবলীর মধ্যে কতগুলো দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সাধারণ আবার কিছু সমস্যা অঞ্চলভিত্তিক। যেমন- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী ঢল, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা, উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সাইক্লোন ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে অঞ্চলভিত্তিক বিবেচনা অপরিহার্য। তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এককভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে না। বাস্তাবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সরকারের Rules of Business এবং Allocation of Business অনুযায়ী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালা অনুসরণ করে স্বস্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে প্রায় ২ কোটি টন খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি টন খাদ্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান অনস্বীকার্য; এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্য।

৪.৫ তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতি বছর প্রায় ১০০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে; দেশের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য নদী ভাঙ্গন রোধ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দেশের সার্বিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে যথেষ্ট অবদান রেখে চলছে। সর্বশেষে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সংগে একত্রে কাজ করার জন্য এ পরিকল্পনাটি আমাদের জন্য অপরিহার্য।

৪.৬ এ পর্যায়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান নিজামী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রস্তাব রাখেন যে, একটি ছোট কমিটি করে পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করা যায়।

৪.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সময় স্বল্পতার জন্য সভায় পরিকল্পনাটির উপর ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় পরিকল্পনাটির উপর আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সে ক্ষেত্রে যদি কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয় তা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। পরিকল্পনাটির উপর আলোচনার জন্য আরো একটি সভা অনুষ্ঠান করা হবে যাতে পরিষদের সকল সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫। **সিদ্ধান্ত ঃ**

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও বিবেচনার জন্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৬। পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ফয়সল আহমদ চৌধুরী)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

(খালেদা জিয়া)
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ